বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

34

দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 MAR 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

কোচিং সেন্টার ঃ খুব কম ছাত্র উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে

মুজতবা খন্দকার ঃ দেশের কোচিং সেন্টারগুলো কোচিং দেয়ার ক্ষেত্রে একের পর এক সাফল্য দাবি করে আসলেও এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে কোচিং গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর এক-তৃতীয়াংশেরও কম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে।

শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীতে আড়াইশ থেকে তিনশ কোচিং সেন্টার রয়েছে। অনেক কোচিং সেন্টার ইপ্সিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নিশ্চয়তা দেয়ার পাশাপার্শি লোভনীয় পুরস্কার ও উপহারের ঘোষণা দিয়ে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করছে। এ অবস্থায় মনে হচ্ছে স্কুল-কলেজ যেন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

শিক্ষার্থীরা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে সে অনুযায়ী শিক্ষা পাচ্ছে না বলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে। সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান আয় করে নিচ্ছে প্রচুর অর্থ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধান লংঘন করে অনেক শিক্ষকও অর্থের বিনিময়ে কোচিং সেন্টারে শিক্ষাদানের কাজে অবৈধভাবে নিয়োজিত রয়েছেন।

সাম্প্রতিক একটি জরীপ প্রতিবেদনে এইসব তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এম এস.এস শেষবর্ষের একদল শিক্ষার্থী গবেষণা প্রকল্পের আওতায় এই জরীপ সম্পন্ন করেন। জরীপের বিষয় ছিল "বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পর্যায়ে কোচিং সেন্টারের ভূমিকা।" ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকাকে গবেষণার এলাকা হিসাবে চিহ্নিত

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কোচিং সেন্টার ঃ খুব কম ছাত্র উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে

করে শিক্ষার্থীদের উপর এই জরীপ পরিচালনা করা হয়। কোচিংপ্রাপ্ত অথবা কোচিং নিচ্ছেন এমন ছাত্রছাত্রীকে যেখানে পাওয়া গেছে, সেখান থেকে উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। মোট দুশ' ছাত্রছাত্রীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও পাশাপাশি কোচিং সেন্টার সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান চালানো হয়।

জরীপ প্রতিবেদনে কোচিং সেন্টারের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে। ২৮ জন ছাত্রছাত্রী এই জরীপ কাজ সম্পন্ন করেন। জরীপ প্রকল্প তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ইনস্টিটিউটের সহকারী প্রফেসর সাজেদা হোসেন ও প্রভাষিকা তাহমিনা আখতার। কোর্স শিক্ষক ছিলেন সহযোগী প্রফেসর আতিকুর রহমান।

জরীপ প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতি বছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের সর্বোচ্চ সীট ধারণ ক্ষমতা সম্প্রসারণ করেও সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্য থেকে একটি নগণ্য অংশকেই কেবল সংকুলান করতে পারছে।

ও লেভেল থেকে শুরু করে "বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি" কোচিং দেওয়া এই সেন্টারগুলো শিক্ষার্থীদের যথাযথ ভর্তিযোগ্য করে তুলতে প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থ হচ্ছে। জরীপ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, গত পাঁচ বছরে এসব কোচিং সেন্টার থেকে শিক্ষা গ্রহণকারীদের শতকরা ১৯ ভাগ শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

কোচিং সেন্টারগুলোর বেশীরভাগই নিজেদের কৃতিত্ব প্রচারের জন্য তাদের প্রসপেক্টাস ও বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় ভাল ফলের অধিকারী ছাত্রছাত্রীদের একাধিক কোচিং সেন্টার তাদের নিজেদের বলে দাবি করে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঢাকা কলেজে আসন সংখ্যা ৯৫৫, কিন্তু বেশ কয়েকটি কোচিং সেন্টারের দাবি অনুযায়ী তাদের সেন্টার থেকে কোচিং নেওয়া ১৬৭০ জন ঢাকা কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন।

অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের আসন সংখ্যা তিন হাজারের কিছু বেশী। এক্ষেত্রেও কিছু কোচিং সেন্টার দাবি করে তাদের কাছ থেকে কোচিং গ্রহণ করে ২৫০২ জন ভর্তি হয়েছে।

জরীপকৃত ছাত্রছাত্রীদের তিন-পঞ্চমাংশ ঢাকা মহানগরীর ভেতরে এবং ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ঢাকার বাইরে থেকে এসে কোচিং গ্রহণ করছে। ৮১ দশমিক ৫ শতাংশ শিক্ষার্থী কোচিং ফি দিচ্ছে এক হাজার থেকে ১৫শ টাকা। তবে কোচিং ফি সর্বনিম্ন ১২শ থেকে ২ হাজার টাকা। মোট শিক্ষার্থীর তিন-পঞ্চমাংশ উত্তরে বলেছেন, অর্থানুপাতে লব্ধ শিক্ষা পর্যাপ্ত নয়। ৭৮ দশমিক ৮২ ভাগ শিক্ষার্থী অর্থানুপাতে শিক্ষার অপর্যাপ্ততার কারণ হিসাবে চুক্তি অনুসারে সময় কম ও শিক্ষকের অনুপযুক্ততার কথা উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া কর্তৃপক্ষের ব্যবসায়িক মনোভাব ১৫ দশমিক ৬৪, প্রশাসনিক দুর্বলতা ২ দশমিক ০৪ ভাগ এবং কম পড়ানো হয়েছে বলেছেন ৩ দশমিক ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী। ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন কোচিং সেন্টার উপহার বা যেসব পুরস্কারের ঘোষণা দেয় তার মধ্যে রয়েছে পার্সোনাল কম্পিউটার, ভ্রমণের জন্য বিমান টিকিট, নগদ অর্থ, বই পুস্তক, ইলেকট্রিক সামগ্রী প্রদান ও চাইনিজ খাবার প্রদান প্রভৃতি।

জরীপে প্রকাশ করা হয়, কোচিং সেন্টারে শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে বিভিন্ন পেশাজীবীরা জড়িত রয়েছেন। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্র। এছাড়া বেকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, শিক্ষিত বেকার এবং অন্যান্য চাকরিজীবী রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধানে রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অর্থের বিনিময়ে অন্যকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না।

এ নিয়ম লংঘন করে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত। কোচিং সেন্টারের শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ১০ দশমিক ৭৪ ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ তাদের কোচিং সেন্টারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য। জরিপে বলা হয়েছে, এর জন্য এইসব শিক্ষকদের মোটা অংকের অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির মৌসুম শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে কোচিং সেন্টারগুলোতে শুরু হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করার প্রতিযোগিতা। এইসব কোচিং সেন্টার তাদের বিজ্ঞাপনে যেসব সাফল্যের দাবি করছে তা বাস্তবতাবর্জিত বলে প্রমাণিত হচ্ছে।